RakshaMantri Shri Rajnath Singh meets Chinese Defence Minister at latter's request on the sidelines of SCO meeting in Moscow

September 05, 2020

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংহ চিনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর অনুরোধে মস্কোতে এসসিও বৈঠকের ফাঁকে তার সাথে আলোচনায় বসেছেন।

সেপ্টেম্বর 05, 2020

4 সেপ্টেম্বর মস্কোতে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন (এসসিও)-র বৈঠকের ফাঁকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিংহ চিনা প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং স্টেট কাউন্সিলর, জেনারেল ওয়েই ফংহ-র সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। ভারত-চিন সীমান্তের ঘটনাবলী এবং সেই সাথে ভারত-চিন সম্পর্ক নিয়ে দুই মন্ত্রী খোলাখুলি এবং বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী, গত কয়েকমাস যাবৎ ভারত-চিন সীমান্তের পশ্চিম ক্ষেত্রে গালওয়ান উপত্যকা সহ প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ঘটনাবলীতে ভারতের অবস্থানকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি জোরের সাথে বলেছেন যে, বিশাল সংখ্যক সৈন্য মোতায়েম করা, তাদের আগ্রাসী মনোভাব এবং একতরফাভাবে স্থিতাবস্থাকে বদলানো সহ চিনের ক্রিয়াকলাপ দ্বিপাক্ষিক চুক্তিকে লঙ্ঘন করেছে এবং দুই তরফের বিশেষ প্রতিনিধিদের মধ্যে উপনীত হওয়া সমঝোতাকে বজায় রাখেনি। মাননীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী সীমান্ত রক্ষার প্রতি বরাবর খুবই দায়িত্বশীল দৃষ্টিভঙ্গি পালন করে এসেছে, কিন্তু একই সাথে ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং আঞ্চলিক অখন্ডতা রক্ষার বিষয়ে তাদের দৃঢ় সংকল্পতা সম্পর্কে কোনোরকমের সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

চিনের স্টেট কাউন্সিলর এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং রাষ্ট্রপতি জি জিংপিং এর মধ্যে উপনীত হওয়া সহমতকে বাস্তবায়িত করা এবং এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাগুলির সমাধান চালিয়ে যাবার জন্য উভয় পক্ষের খুব যত্নবান হওয়া উচিত। তিনি বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক সমঝোতাগুলিকে কড়াভাবে অনুসরণ করতে, সামনের সারির সৈন্যবাহিনীর নিয়ন্ত্রণকে মজবুত করতে এবং পরিস্থিতির অবনতি ঘটাতে পারে এরকমের যেকোনো প্ররোচনামূলক পদক্ষেপ নেওয়া থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। দুই পক্ষের উচিত ভারত-চিন সম্পর্কের সামগ্রিক পরিস্থিতির উপরে কেন্দ্রীভূত করা এবং যত শীঘ্র সম্ভব বর্ধিত পরিস্থিতির গতিকে কমিয়ে আনার জন্য একসাথে কাজ করা ও ভারত –চিন সীমান্ত এলাকায় শান্তি এবং স্থিরতা বজায় রাখা। চিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছেন যে, উভয় পক্ষের উচিত দুই মন্ত্রীসহ সকল স্তরের মধ্যে যোগাযোগ বজায় রাখা।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে, উভয় পক্ষের উচিত ভারত-চিন সীমান্ত এলাকায় শান্তি এবং স্থিরতা বজায় রাখার জন্য নেতাদের ঐক্যমত থেকে পথনির্দেশ নেওয়া, যেটি আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কর আরও বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় এবং মতান্তরকে মনান্তরে পরিনত হতে দেওয়া দুপক্ষেরই উচিত

নয়। তদনুসারে, দুপক্ষের উচিত শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে চলতে থাকা পরিস্থিতি এবং বকেয়া বিষয়গুলির সমাধান করা। চিনা প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেছেন যে, চিনও বিষয়গুলির শান্তিপূর্ণ সমাধান চায়।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পরামর্শ দিয়েছেন যে, এরজন্য এটি গুরুত্বপূর্ণ যে প্যাংগং লেক এলাকা সহ সমস্ত বিরোধ অঞ্চল থেকে যত শীঘ্র সম্ভব সম্পূর্ণ রূপে সেনা মোতায়েম সরিয়ে নেওয়ার কাজ ভারতের সাথে চিনা পক্ষের করা উচিত সেই সহ সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও সুস্থিরতা বজায় রাখার জন্য দ্বিপাক্ষিক চুক্তি এবং প্রোটকল অনুযায়ী সীমান্ত এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়া , প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখাকে কঠিন রূপে শ্রদ্ধা করা ও মান্যতা দেওয়া এবং একতরফাভাবে স্থিতাবস্থাকে পরিবর্তন করার কোনোরূপ চেষ্টা না করা। তিনি আরও বলেছেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিকে দায়িত্বসহকারে সামলানো উচিত এবং কোন পক্ষই এমন আর কোন পদক্ষেপ যেন না নেয় , যাতে পরিস্থিতি জটিল হতে পারে বা সীমান্ত এলাকার বিষয়টিকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, উভয় পক্ষের উচিত যত দ্রুত সম্ভব প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর শান্তি এবং স্থিরতা সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধার করা এবং সৈন্য মোতায়েম ও গতিবিধি সম্পূর্ণরূপে সরিয়ে আনাকে সুনিশ্চিত করার জন্য কূটনৈতিক এবং সামরিক চ্যানেলের মাধ্যম সহ আলোচনাকে চালিয়ে যাওয়া।

নিউ দিল্লি
সেপ্টেম্বর 05, 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA’s website and may be referred to as the official press release.